দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার নির্দেশ ভবন সঙ্কটে স্থগিত

মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল, মুন্সীগঞ্জ ঃ লৌহজং উপজেলার কুমারভোগ ইউনিয়নের উয়ারী সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের অভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যালয়টিকে ২০১৬ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার কথা থাকলেও ভবনের অভাবে তা এখনও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ছোট শ্রেণী কক্ষে ঠাসাঠাসি করে শিক্ষার্থীদের বসতে দেয়ায় ঠিকমতো পাঠ গ্রহণ করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে ওই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে দেখা যায়, দ্বিতল ওই ভবনে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য শ্রেণী কক্ষ রয়েছে মাত্র পাঁচটি। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে ৫শ ৬০। এই পাঁচ কক্ষে ৫শ' ৬০ শিক্ষার্থীকে পাঠদান কষ্টসাধ্য। দুই শিফটে ক্লাস নিলেও ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। দুই জনের বেঞ্চে বসতে হচ্ছে চার শিক্ষার্থীকে। ঠাসাঠাসি করে বসাতে ঠিকমতো লিখতে পারে না শিক্ষার্থীরা। প্রধান শিক্ষক রাশিদা বেগম জানান, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছিল। ফলাফলে বিদ্যালয়টি বরাবরই ভাল করে চলেছে। কিন্তু ভবন বা শ্রেণী কক্ষের অভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে ১১ শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র ৮ শিক্ষক। তাছাড়া সরকারের শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে বিদ্যালয়টি ৮ম শেণীতে উন্নীত করার কথা। সে মতে ২০১৪ সালে বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু হয়। ২০১৫ সালে সপ্তম শ্রেণীও চালু করা হয়। এক বছর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করানো হয়েছে বারান্দায়। কিন্তু ভবন বা শ্রেণী কক্ষের কোন ব্যবস্থা করতে না পারায় ২০১৬ সালে অষ্টম শ্রেণী চালু করা তো দূরের কথা, সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কারণ খোলা বারান্দায় ক্লাস করাতে অভিভাবকরা আগ্রহী নন। উপজেলা শিক্ষা অফিসকে বিষয়টি বার বার জানালেও এখনও নতুন ভবন নির্মাণের কোন ব্যবস্থা হয়নি। নতুন ভবন হলে বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমের সঙ্কট কাটবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাদের মিয়া জানান, মাত্র ২টি বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার অনুমোদন মিলেছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে যত সম্ভব বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নত করার তাগিদ রয়েছে। কিন্তু ভবনের অভাব, শিক্ষক সংকটসহ নানা কারণে এসব প্রাথমিক বিদলালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। উয়ারী সরকারী প্রাথমিক বিদলালয়ে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হলেও শ্রেণী কক্ষ বা ভবনের অভাবে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে সরকার এখানে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করলে এ স্কুলটিকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা দ্রুতই সম্ভব হবে।

উয়ারী সরকারী প্রাইমারী স্কুলে দুই শিফটে ক্লাস নিয়েও স্থান সঙ্কুলান হয় না